Islami Ain O Bichar
Vol. 20, Issue:78
April-June, 2024
ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2024-05-28
Published : 2024-10-17
DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v20i78.270

Importance and Practice of Dowry in Muslim Society Bangladesh perspective

Guyal Mohammad Giaul Hoque (Foyejee)*

Abstract

Dowry is a prerequisite for marriage in Islamic Shari'a. It is absolutely obligatory on every husband to pay it. Through this, Islam has established the social, financial and familial security of every wife as well as her dignity. In Bangladesh, this imperative of Muslim marriage remains largely unaddressed due to ignorance and some blind protectionism. As a result, the rights accorded to wife by Islam are extremely undermined. Proper knowledge on the subject is absolutely essential to determine and pay the dower properly. Kepping in mind the appropriate directions to determine and pay the dower, this research work has been organized. This work employs qualitative method to accomplish the purpose. The author has focused on the views of classical and modern scholars along with the Qur'an and Sunnah. The article has substantiated that ignorance about dower among the people of Bangladesh has assumed a severe practical problem and It is essential to ensure proper religious education and public awareness to overcome this problem.

Keywords : dowry, marriage, shariah, family, Bangladesh.

মুসলিম সমাজে মোহরানার গুরুত্ব ও অনুশীলন : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ

মোহরানা ইসলামী শরীয়াতে বিবাহের পূর্বশর্ত। এটি আদায় করা প্রত্যেক স্বামীর উপর একান্তভাবে আবশ্যক। এর মাধ্যমে ইসলাম প্রত্যেক স্ত্রীর সামাজিক, আর্থিক ও পারিবারিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি তার সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলাদেশে এ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং কিছু অন্ধ রক্ষাকবচের অজুহাতে মুসলিম বিবাহের এ আবশ্যিক বিষয়টি বেশিরভাগ অনাদায়ী থেকে যায়। এর ফলে স্ত্রীর ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। মোহরানা সঠিকভাবে ধার্য্য ও আদায় করার জন্য এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞানার্জন একান্ত প্রয়োজন। তাই মোহরানা ধার্য ও আদায়ের সঠিক দিকনির্দেশনাকে সামনে রেখেই আলোচ্য গবেষণাকর্মটি সাজানো হয়েছে। এ

* Guyal Mohammad Giaul Hoque (Foyejee) is an Assitant professor of Shahpur Fazil (Degree) Madrasha, Monohargonj, Cumilla. Gmail: ziaulhoque01982@gmail.com

প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে গুণাত্মক (qualititive) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে কুরআন-সুন্নাহর পাশাপাশি পূর্ববর্তী ও আধুনিক আলেমগণের মতামত তুলে ধরা হয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত যে, বাংলাদেশের জনসাধারণের মাঝে মোহরানা সম্পর্কে অজ্ঞতা একটি বাস্তব সমস্যায় পরিণত হয়েছে এবং এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সঠিক ধর্মীয় জ্ঞানার্জন ও জনসচেতনতা তৈরী অত্যন্ত জরূরী।

মূলশব্দ: মোহরানা, বিবাহ, শরীয়াহ, পরিবার, বাংলাদেশ।

ভূমিকা

বিবাহের ক্ষেত্রে মোহরানা প্রতিটি মুসলিম নারীর অবধারিত অধিকার। এটি তার প্রতি মহান রবের পক্ষ থেকে সম্মান। মোহরানা স্বচ্ছন্দ্যে আদায় করা স্বামীর উপর ফরযে আইন। এটাকে অবহেলা বা না দেয়ার মনোভাব পোষণ করার কোন সুযোগ নেই। মুসলিম স্কলারগণ এটাকে স্বামীর উপর স্ত্রীর ঋণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তাই এটি দুনিয়াতে অনাদায়ী থাকলেও আখেরাতে আদায় করতেই হবে, এটা থেকে বাঁচার উপায় নেই। বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামীর উপর অর্পিত এ ঋণকে অবহেলা করা হয়। এটা যে আদায় করতেই হবে, এমন মনোভাব খুব কম লোকেই পোষণ করে থাকেন। ইসলামের একটা নফলকে যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে মোহরানার গুরুত্ব এর চেয়েও কম দেখা যায়। এদেশে বিয়ের সময় মোহর এর পরিমাণ নির্ধারণে পাত্রপক্ষের অভিভাবকদের ভূমিকাই বেশি থাকে। বেশিরভাগ লোকজন মোহরানা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে বা থাকলেও সামাজিক মর্যাদার প্রতীক অথবা বিবাহের রক্ষাকবচ মনে করে এতে সীমালংঘন করে থাকেন। আর বেশিরভাগ পাত্র নিজেও এ সম্পর্কে অজ্ঞ। অনেক ক্ষেত্রে বিয়েতে এমন বেশী পরিমাণ মোহর ধরা হয় যা আদায় করার মত উপযুক্ততা পাত্রের আদৌ থাকেনা। অনেক ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ মোহরানা ধরার উদ্দেশ্য হলো যেন এটা আদায় করার ভয়ে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে না পারেন। কিন্তু তালাক না দিলেও যে এটা তাকে অবশ্যই আদায় করে দিতে হবে এ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী বা বিয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকেই মনে করেন না। কখনো কখনো দেখা যায় মোহরানা নিয়ে বাড়াবাড়ি হয়ে বিয়ে ভেঙ্গেও যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মোহরে ফাতেমীর নামে পাত্রের উপযুক্ততা থাকা সত্ত্বেও পাত্রীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে প্রায় সকল স্বামীই তার স্ত্রীর মোহরানা আদায় না করেই সংসার করেন। এর ফলে স্বামী পাপের ভাগী হন। আলোচ্য প্রবন্ধে বিবাহে মোহরানার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি এটি অনাদায়ের কারণ এবং সঠিকভাবে আদায়ে করণীয় আলোচিত হয়েছে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে মোহর সম্পর্কে মানুষ সচেতন হবে এবং তা সঠিকভাবে নির্ধারণ ও আদায়ে ইসলামের সঠিক নির্দেশনা মেনে চলতে পারবে।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধটি একটি সামাজিক ও ধর্মীয় গবেষণা। যা ইসলামী শরীয়তের আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণায় Qualitative (গুণাত্মক) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস (Primary

Source) হিসেবে আল-কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। সহায়ক উৎস (Secondary Source) হিসেবে পত্র-পত্রিকা, অনলাইন, ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপট, অবস্থা ও লোকজনের মনোভাব অবলোকন করে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। সামাজিক অবস্থার কারণে কিছু কিছু বিষয়ে সাধারণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। গবেষণার মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন, সমগ্র দেশব্যাপী সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়নি এবং এখানে সব শ্রেণিপেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জরিপ চালানোও সম্ভব হয়নি।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলা ভাষায় বিবাহ সম্পর্কিত যে সব বই রচিত হয়েছে, সেখানে মোহরের বিধান ও পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে মোহরানার অনুশীলন ও বাস্তবতা সাপেক্ষে বিশ্লেষণধর্মী কোনো পুস্তক বা প্রবন্ধ লেখকের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই মুসলিম সমাজের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনা প্রয়োজন বলে মনে হওয়ায় আলোচ্য প্রবন্ধটি রচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মোহর বা মোহরানা বলতে কী বোঝায় ?

বাংলা 'মোহর' বা মোহরানা শব্দটি মূলত আরবী 'মাহর' (مهر) থেকে উৎকলিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে মোহর ও মোহরানা শব্দদ্বয় সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অভিধানে مهر শব্দটির যে সকল অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:

- صداق المرأة বা মহিলাদের প্রাপ্য (Anīs et.al 2004, 889);
- إعطاء বা দান (al-Fīrūz'ābādī 2005, 1336);
- المال بعوض النكاح বা বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রদত্ত সম্পদ (Bilyāwī 1986, 840)।

পবিত্র কুরআনে মোহরকে صدقة (প্রাপ্য) ও اَجْر (প্রতিদান) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন: আল্লাহর বাণী:

﴿فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ﴾

তাদেরকে তার প্রতিদান দাও (al-Qur'ān, 4:24)।

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

মহিলাদের প্রাপ্য মোহর দিয়ে দাও। (al-Qur'ān, 4:4)

মুসলিম স্কলারগণ বিভিন্নভাবে মোহরের সংজ্ঞা প্রদান করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন, শায়খ আল তুয়াইজিরী রহ. বলেন

هو العوض الواجب على الزوج بعقد النكاح

মোহর হলো এমন এক আবশ্যকীয় প্রতিদান, যা স্বামীর উপর বিবাহের চুক্তি দ্বারা ওয়াজিব হয় (al-Tuwaijirī 2010, 814)।

ড. সাদী আবু জাইব বলেন,

هو ما يدفعه الزوج الى زوجته بعقد النكاح و الدخول بها او الخلوة الصحيحة

মোহর হলো বৈবাহিক চুক্তির কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে যা প্রদান করে এবং এর দ্বারা সে স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করতে পারে অথবা একান্তে বাস করতে পারে (Abū Jayb 1992, 341)।

সুতরাং উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, মোহর হলো এমন কিছু টাকা বা অন্য কিছু সম্পত্তি যা বিবাহের প্রতিদান স্বরূপ স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে পাবার অধিকারী হয়ে থাকেন।

মোহরানা ও কাবিন

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম মনে করেন, মোহরানা ও কাবিন সমার্থক। অথচ দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। এ বিষয় সম্পর্কে এমন অজ্ঞতা শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রায় সকলের মধ্যেই দেখা যায়। মোহরানা এর পরিচিতি ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কাবিন ফার্সী শব্দ। এর অর্থ হলো রেজিস্ট্রি করা, নিবন্ধন করা ইত্যাদি। কাবিন হলো বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার নাম। মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৭৪ অনুযায়ী- প্রত্যেকটি বিয়ে নিবন্ধন করতে হবে। বিয়ের পাত্র-পাত্রীর নাম; বিয়ের তারিখ; দেনমোহর ইত্যাদি বিষয়াদি সরকারি নথিতে লিখে রাখাই হলো নিবন্ধন। যে কাগজে এই নিবন্ধন করা হয় সেই তথ্য সংবলিত কাগজকেই কাবিননামা বলা হয় (Daily Ittefaq, 21 Apr. 2021)।

দেশের প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইনে প্রতিটি বিয়ে নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। এটা প্রতিটি পাত্র-পাত্রীর অধিকার। ভবিষ্যতে সংঘটিত যেকোন অনভিপ্রেত ঘটনার সমাধানে এটার প্রয়োজন পড়ে। আর উভয়ের ভবিষ্যত সন্তানদের সঠিক পরিচয় দানের জন্যও কাবিন অতি প্রয়োজনীয়। সুতরাং কাবিন ও মোহরানা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

মোহরানা সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর দলীল

ইসলামী শরীয়তে স্বামীর ওপর মোহরানা ফরয হওয়ার বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহর বক্তব্য দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نَحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا﴾

আর তোমরা খুশী মনে স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বচ্ছন্দ্যে ভোগ কর (al-Qur'ān, 4:4)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ﴾

অতঃপর তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান করে বিয়ে করলে তাতে কোন অপরাধ হবে না (al-Qur'ān, 60:10)।

বিয়েতে স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান করার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। এসকল হাদীসে মোহর আদায়ের আবশ্যকতা এবং কনের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج

শর্তসমূহের মধ্যে যা পূর্ণ করার সর্বাধিক দাবী রাখে তা হলো সেই শর্ত, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের হালাল করেছ (al-Bukhārī 1987, 2572)।

উপরিউক্ত কুরআন-সুন্নাহর বাণী হতে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রীকে মোহর দেয়া পাত্রের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। এ ব্যাপারে কোনরূপ শিথিলতা বা কুটিলতার সুযোগ নেই।

মোহরানার প্রকারভেদ

পরিমাণ নির্ধারণের দিক থেকে মোহরানা প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

- مَهْرُ مُسَمًّى বা নির্ধারিত মোহর: এটা হচ্ছে যা বিবাহের সময় নির্ধারণ করা হয় অথবা বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রী মোহরানার যে পরিমাণের উপর সন্তুষ্ট হয় অথবা এ মোহর যা বিচারক বিবাহের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন (al-Marghīnānī 2009, 2:324)।
- مَهْرُ مِثْلٍ বা সমজাতীয় মোহর: এটা ঐ ধরনের মোহরানা যা পাত্রীর পৈত্রিক খান্দানে তার মত মেয়েদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। পাশাপাশি পৈত্রিক বংশের মেয়েদের স্বামী এবং সে স্বামীর মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্য থাকে (Ibid)।

আবার আদায় করে দেয়ার সময় হিসেবে নির্ধারিত মোহর দুই প্রকার (Sompadona porisod 2005, 96)। যথা:-

১. مَهْرُ مُعَجَّلٍ বা অমেয়াদী মোহর: যে মোহরানা বিবাহের আকদ অনুষ্ঠানে প্রদত্ত হয় তাকে مَهْرُ مُعَجَّلٍ বলে।

২. مَهْرُ مُؤَجَّل বা মেয়াদী মোহর: যে মোহরানা বিবাহের আকদের সময় প্রদত্ত হয় না এবং পরবর্তী সময়ে তা আদায়ের অঙ্গীকার করা হয় তাকে مَهْرُ مُؤَجَّل বলে।

মোহরানার পরিমাণ

ইসলামে মোহরানার পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে বেঁধে দেয়া হয়নি। তাই তা আপেক্ষিক। অর্থাৎ বর ও কনে উভয়ের দিক বিবেচনান্তে তা নির্ধারিত হয়। মোহর কত হবে তা নির্ণয়কালে স্ত্রীর পিতার পরিবারের অন্যান্য মহিলা সদস্যদের ক্ষেত্রে যেমন স্ত্রীর বোন, খালা, ফুফুদের ক্ষেত্রে মোহরানার পরিমাণ কত ছিল তা বিবেচনা করা হয়। তাছাড়া স্ত্রীর পিতার আর্থ-সামাজিক অবস্থান, যোগ্যতা, বংশ মর্যাদা, পারিবারিক অবস্থা ইত্যাদির ভিত্তিতে মোহরানার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। অপর দিকে বরের

আর্থিক সক্ষমতার দিকটাও বিবেচনায় রাখা হয়। মূলত পাত্রের সক্ষমতাটাই আসল। এসব দিক বিচার বিবেচনা করেই মূলতঃ মোহর নির্ধারণ করা হয়।

মোহরানার পরিমাণ নির্ধারণে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর বিভিন্ন দিকনির্দেশনা রয়েছে। সেখানে টাকার সর্বনিম্ন পরিমাণ বলা হয়েছে এভাবে যে,

لَا مَهْرَ دُوْنَ عَشَرَةَ دَرَاهِم

দশ দিরহামের[১] কমে মোহরানা হয়না (al-Bayhaqī 1344H, 14773)

আবার অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

أن رجلا من بنى فزارة تزوج على نعلين . فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه

ফাযারা গোত্রের এক ব্যক্তি এক জোড়া জুতার বিনিময়ে বিবাহ করে। নবী ﷺ তার বিবাহ অনুমোদন করেন (Ibn Mājah ND, 1888)।

এছাড়া দুনিয়াবি সম্পদ ব্যতীত মোহর প্রদানের বিবরণও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন একজন অতি দরিদ্র সাহাবীকে কুরআনের আয়াতের বিনিময়ে বিয়ে দিয়েছেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

فقد أنكحتكها بما معك من القرآن

আমি তাকে তোমার কাছ বিয়ে দিলাম তোমার নিকট থাকা কুরআনের আয়াতের বিনিময়ে (al-Bukhārī 1987, 4854)।

অন্যদিকে দেখা যায়, আল্লাহর রাসূল ﷺ এর বিয়েতে তাঁর স্ত্রীদের মোহর ছিল তুলনামূলক বেশি। যেমন আবূ সালামাহ ইবনু আবদুর রহমান রহ. বলেন, আমি নবী ﷺ এর সহধর্মিণী আয়িশা রা. কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিবাহে মোহর কী পরিমাণ ছিল? আয়েশা রা. বলেন,

كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا قالت أتدري ما النش ؟ قال قلت نصف أوقية قتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه و سلم لأزواجه

তাঁর স্ত্রীগণের মোহরানা ছিল বারো উকিয়া ও এক নাশ। তিনি রা. বললেন, তুমি কি জান, এক নাশ এর পরিমাণ কতটুকু? আমি বললাম, না। তিনি রা. বললেন, এক নাশ এর পরিমাণ হল আধা উকিয়া। সুতরাং মোট হল পাঁচশত দিরহাম[২]। এ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীগণের মোহরানা (Muslim ND, 1426)।

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর স্ত্রীগণের মাঝে উম্মে হাবীবা রা. এর মোহর ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁর মোহর ছিল চার হাজার দিরহাম[৩]। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী তাঁকে নবী ﷺ এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন এবং মোহরও তিনিই পরিশোধ করেছিলেন (Abū Dāwūd ND, 2107)।

---

১. দশ দিরহাম সমান দুই তোলা সাড়ে সাত মাশা বা ৩০.৬১৮ গ্রাম রূপা, এক দিরহামের ওজন হলো ৩.০৬১৮ গ্রাম

২. অর্থাৎ, ১৩১.২৫ তোলা রূপা। বর্তমান বাজারে প্রতি তোলা ২২ ক্যারেট রুপার দাম ২০৯৯ টাকা করে হিসাব ১৩১.২৫ তোলার দাম হয় আনুমানিক ২,৭৫,৪৯৩ টাকা।

৩. বর্তমানে প্রায় ২২,০৩,৯৫০ টাকা

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর কন্যা ফাতেমা রা. এর বিয়ের মোহর ছিল ১২ উকিয়া। বাংলাদেশ ও ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিবাহে 'মোহরে ফাতেমী' নামক একটা মোহরানার পরিমাণ ধার্য করা হয়। মূলত আলী রা. তাঁর নিজের বর্ম বিক্রি করে ফাতেমা রা. কে যে মোহরানা প্রদান করেন, সেখান থেকেই উক্ত বিষয়টির অবতারণা হয়েছে। আলী রা. বর্ণনা করেন,

فَبِعْتُهَا بِاثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَةً فَكَانَ ذَالِكَ مَهْرُ فَاطِمَةَ

আমি উক্ত লৌহ বর্মটি বার উকিয়ায় বিক্রি করেছিলাম, আর এটাই ছিল ফাতেমার মোহর (al- Haythmī 1994, 4:283)।

এটা কিন্তু শরীয়ত নির্ধারিত মোহরানা নয়। তাই কোনো ধরনের বাছ-বিচার ছাড়া ঢালাওভাবে সবার জন্য 'মোহরে ফাতেমী' নির্ধারণ করা ন্যায়সঙ্গত নয়।

উপরিউক্ত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, মোহরানার পরিমাণ কী হবে ইসলামী শরীয়তে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি বা কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। সাধারণত মুসলিম বিবাহে বর ও কনের যোগ্যতা ও সামাজিক এবং পারিবারিক অবস্থার সাথে সংঘতি রেখে আদায়ের উদ্দেশ্যে যে মোহরানা বাস্তবসম্মতভাবে নির্ধারণ করা হয় সেটাকে বেশি বা কম বলার সুযোগ নেই। এটাই সহজ ও সুন্দর। বিয়ের সময় মোহর নির্ধারণ না হলেও ইসলামী বিধি অনুযায়ী মোহরে মিসাল আদায় করে দেয়া ফরয হবে (al-Ḥaṣkafī 2004, 4:237)। এছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় আইনেও উল্লেখ আছে যে, ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ১০ ধারা মোতাবেক মোহরানা প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে কাবিনে বিস্তারিত উল্লেখ না থাকলেও স্ত্রী চাওয়ামাত্র সম্পূর্ণ টাকা মোহরে মিছাল অনুযায়ী পরিশোধ করতে হবে। পাত্রের সামর্থ্য না থাকলে বা আদায় করতে হবেনা এমন নিয়তে অনেক বড় অংকের মোহর ধার্য করা যেমন শরীয়তে অনুমোদিত নয় তেমনি সামর্থ্য থাকাবস্থায় একেবারে তুচ্ছ ও সামান্য হওয়াও উচিত নয়। এটা ব্যক্তির সামর্থ্য ও তার সামাজিক অবস্থার আলোকে হওয়া উচিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি থেকে এমনটিই উপলব্ধ হয়।

মোহরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের বর্তমান মুসলিম সমাজের একটি বড় অংশের কাছে মোহর সামাজিক প্রথায় পরিণত হলেও ইসলামে তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সীমাহীন। কুরআন ও হাদীসের উপরোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মোহর স্ত্রীর অপরিহার্য অধিকার ও প্রাপ্য। তা আদায় করা স্বামীর উপর ফরজ। স্ত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি ছাড়া তাতে অন্য কারো হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। তাই প্রত্যেক মুমিন-মুসলমান স্বামীর অবশ্য কর্তব্য খুশি মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্ত্রীকে মোহর আদায় করে দেয়া। অনুরোধ-উপরোধ, জোর-জবরদস্তি কিংবা কৌশলে পূর্ণ মোহরানা বা কিছু অংশ মাফ করিয়ে নিলেও তা মাফ হবে না এবং পরিশোধ করার পর কোন

কায়দায় ফেলে তা ফেরতও নিতে পারবে না। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় হৃষ্টচিত্তে মোহরানার অংশ বিশেষ বা পূর্ণ মোহর মাফ করে দেয় কিংবা পুরোপুরি বুঝে নিয়ে অংশ বিশেষ বা পূর্ণ মোহরই ফিরিয়ে দেয়, তবে তা বৈধ হবে (Ibn Kathīr 1990, 1:442) ।

ইসলামী আইনবিদরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, স্বামী মোহরানা আদায় করে স্ত্রীকে নিজের বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন। যদি মোহরানা আদায় না করে নিয়ে যেতে চান, আর স্ত্রী মোহরানা দাবি করে নিজ ঘরে অনড় থাকেন, তাহলেও স্ত্রী মোহর তো পাবেনই, উপরন্তু নিয়মিত ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকার থাকবে। কারণ তিনি তাঁর ন্যায়সংগত দাবি আদায়ের স্বার্থেই বাড়ি যাচ্ছেন না। এমনকি মোহরানা উসূল না হওয়া পর্যন্ত স্বামীকে শয্যাযাপন, ভ্রমণ ইত্যাদি থেকে বাধা দেওয়ার অধিকারও স্ত্রীর রয়েছে (al-Ḥaṣkafī 2004, 4:290)।

এমনকি স্বামীর মৃত্যুর পর অনাদায়ী মোহর স্বামীর ঋণ হিসেবে ধরা হবে। অন্যান্য ঋণের মতোই এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। দাফন-কাফনের খরচ করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি থেকে মোহরানা ও অন্যান্য ঋণ পরিশোধ করতে হবে, এমন কি এই ঋণ পরিশোধ না করলে স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে মোহরানার জন্য ১৯০৮ সালের তামাদি আইন[৪] অনুযায়ী মামলাও করতে পারেন। স্বামীর আগে স্ত্রীর মৃত্যু হলেও মোহরানা দিতে হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর উত্তরাধিকারীরা এই মোহর পাবার অধিকারী। তারা এটা পাবার জন্য মামলা করতে পারেন। এছাড়া স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত তার স্বামীর অন্যান্য ওয়ারিশদের এবং তার স্বামীর পাওনাদারদের বিরুদ্ধজনিত দখল বজায় রাখতে পারবেন।

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে মোহরানার অনুশীলন

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের বদ্ধমূল ধারণা এবং বিশ্বাস মোহরানা কেবলই আনুষ্ঠানিক ঘোষণামাত্র। অথচ মোহরানা নারীর অর্থনৈতিক অধিকার। অনেকে মনে করেন, মোহরানা হলো বিবাহের নিশ্চয়তা, যা কেবল তালাক দিলেই পরিশোধযোগ্য। অথচ ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী মোহরানার সম্পর্ক বিবাহের সঙ্গে, তালাকের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে মোটা অঙ্কের মোহরানা ধার্য করা এখন আমাদের সামাজিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। সেই সাথে অতি ভালোবাসার ছলে মোহরানা মাফ চাওয়ার সংস্কৃতিও চালু হয়েছে। শুধু তাই নয়, কনের অভিভাবকরাও অনেকসময় কনেকে মোহরানা ক্ষমা করে দেয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ফলে কনে লজ্জা, সংকোচবোধ ও অভিভাবকদের পরামর্শের কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দিতে বাধ্য হন।

কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এ প্রক্রিয়ায় 'মাফ' করে দেওয়ার পর যদি কোনো কারণে সংসার ভেঙে যায়, ওই নারী মোহরানা দাবি করতে দ্বিধা করেন না, এমনকি

৪. তফসিল-১, অনুচ্ছেদ-১০৩, ১০৪ । এটি বর্তমানে ১৯৮৫ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এর অন্তর্ভুক্ত।

নিজের অধিকার আদায়ে মামলাও করে থাকেন। এতে বোঝা যায়, আগে যে তিনি 'মাফ' করে দেওয়ার কথা বলেছেন, সেটি ছিল নিছক কথার কথা কিংবা সামাজিক প্রথা। এ প্রক্রিয়ায় মূলত মোহরানা মাফ হয় না।

এছাড়াও বাংলাদেশে মোটা অংকের মোহরানা ধার্যের প্রচলন রয়েছে। অথচ যারা পাত্রের মাথায় এমন একটা বোঝা চাপিয়ে দিলেন, তারা এটা মোটেও ভাবেন না যে, নগদে হোক বা বাকীতে, এটা আদায় করা পাত্রের জন্য ফরজ যা অনাদায়ী থাকলে পাত্র শরীয়তের দৃষ্টিতে গুনাহগার হবে।

বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে মোহরানা সম্পর্কে এ রকম ধারণার কারণ হলো বিষয়টি সম্পর্কে সীমাহীন অজ্ঞতা। অধিকাংশ ধার্যকৃত মোহরানাই অনাদায়ী থেকে যায়। বিষয়টির মাত্রা অনুধাবন করার জন্য দ্বৈতয়িক সূত্র থেকে একটি জরিপের অংশবিশেষ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

শিক্ষিত সমাজের মাঝে পরিচালিত জরিপটি বেশ আগের হলেও মোহরানা প্রদানের অনুশীলন সমাজে কোন পর্যায়ে রয়েছে- তার কিছুটা হদিস এতে পাওয়া যাবে। জরিপটি একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের ১০টি জেলার ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে পরিচালিত হয়েছে। যাদের ৯৫ জন গ্রাজুয়েট ও ৫ জন মাস্টার্স ডিগ্রীধারী। তাদের মধ্যে ৭০ জন বিবাহিত, ৩০ জন অবিবাহিত। ধার্যকৃত মোহরানা পরিশোধ সম্পর্কে বিবাহিতদের উত্তর ছিল এরকম ঃ

বিবাহিতদের জন্য প্রশ্ন	উত্তর সমূহ	উত্তর প্রদানকারীর সংখ্যা	শতকরা
ধার্যকৃত মোহরানা পরিশোধ করেছেন কি?	পরিশোধ করেননি	৩৫	৫০%
	কিছুনা কিছু দিয়ে স্ত্রীকে স্পর্শ করতে হয় (তাই আংশিক দিয়েছেন)	২১	৩০%
	কিস্তিতে পরিশোধ করেছেন	২	২.৯%
	পুরো পরিশোধ করেছেন	১	১.৪%
	মোহরানা বাবদ স্ত্রীকে জমি দিলেও রেজিস্ট্রি করে দেননি	৩	৪.২৮%
	বিয়ের সময় দেয়া কাপড়- চোপড় অলংকার ও প্রসাধনী মোহরানা বাবদ দিয়েছেন	৮	১১.৪২%
	মোট অংশগ্রণকারী = ৭০ জন		১০০%

অপরদিকে অবিবাহিতদেরকে মোহরানার ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তাদের ৩০ জনের মধ্যে ২০ জনই 'জানা নেই' বলে উত্তর দেন (Oliullah & suhaib 2011, 47- 49) ।

উপরোল্লেখিত জরিপটি শুধুমাত্র শিক্ষিত লোকদের মাঝে পরিচালিত হয়েছিল। সমাজের বড় সংখ্যক অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকদের কথা তো বলাই বাহুল্য। যাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে তাদের প্রদত্ত উত্তর হতে বোঝা যায়, তারা প্রায় সকলেই মোহরানা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন না। আর এটা যে অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়- তাও জানেন না। এ সম্পর্কে স্পষ্ট আইন রয়েছে, সে সম্পর্কেও মানুষ সচেতন নয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো ফুটে ওঠেছে তা হলো:

- বিবাহে মোহরানার পরিমাণ ধার্য করা সম্পর্কে অনেকেই অবগত নয়।
- মোহরানা ধার্য করার সময় পাত্র/পাত্রীর কোন কোন দিক বিবেচনা করতে হয় সে সম্পর্কেও তারা জানেন না।
- ধার্যকৃত মোহরানা কম হোক বা বেশি হোক তা অবশ্যই আদায় করতে হবে- এ বিষয়ে প্রায় সকলেই অজ্ঞ।
- মোহরানা পরিশোধ সম্পর্কে ইসলামের বিধান এবং দেশীয় আইন সম্পর্কে জনসাধারণ সম্যক অবগত নন।

অতিরিক্ত মোহরানার কারণ

আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে অতিরিক্ত মোহরানা ধরা হয়। অতিরিক্ত মোহর আজ আমাদের সমাজকে একটি ধ্বংসের পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। এতে গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। অতিরিক্ত মোহরানা নির্ধারণের প্রধান প্রধান কারণ হচ্ছে:

- **বিবাহ বিচ্ছেদ ঠেকানো**

অর্থাৎ যতবেশি মোহর ধরা যাবে স্বামী ততবেশি তালাক দিতে ভয় পাবে। কেননা বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের অনেকের মধ্যেই এই পূর্বধারণা (presumption) বিদ্যমান রয়েছে যে, মোহরানা সম্পূর্ণ পরিশোধের সম্পর্ক তালাক দেয়ার সাথে। এ কারণে দেখা যায়, স্ত্রী হাজার অপরাধ করলেও মোহরানার টাকা আদায় করার অপারগতার কারণে স্বামী সহজে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না।

তবে বাস্তবতা হচ্ছে, অতিরিক্ত মোহরানা কখনোই একটি অশান্তির সংসারকে টিকিয়ে রাখতে পারে না।

- **সামাজিক প্রতিপত্তি প্রদর্শনী**

মানুষের কাছে নিজের সামাজিক অবস্থান প্রকাশ করার জন্যও অনেকসময় পাত্রপক্ষ স্বেচ্ছায় এবং কনেপক্ষ জোরপূর্বক অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ করে থাকেন। যদিও এই মোহর আদায়ের কোনো পক্ষকেই তৎপর দেখা যায় না। শুধু সামাজিকতা রক্ষার জন্যই অতিরিক্ত এটা ধরা হয়।

মূলত মোহরানা নিয়ে আমাদের বর্তমান সমাজে যা চলছে তার সাথে ইসলামী দিকনির্দেশনার সম্পর্ক সামান্যই। এই মোহরানাকে কেন্দ্র করে বাংলদেশের মুসলিম সমাজে একধরনের অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। এই মোহরানা এখন আর আদায়ের বিষয় নয়, বরং লোক দেখানো ভণ্ডামিতে পরিণত হয়েছে। একারণে দিনদিন সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার পাশাপাশি ধর্মীয় এবং নৈতিক অবক্ষয়ও দেখা দিচ্ছে।

অতিরিক্ত মোহরানা ধার্য করার সমস্যা

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের বিবাহে অতিরিক্ত মোহরানা ধার্য করার ফলে নানাবিধ সমস্যার দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- **কনেপক্ষের ওপর বাড়তি চাপ তৈরী হওয়া**

যখন কনেপক্ষ অতিরিক্ত মোহরানার দাবি করে, তখন তাদের দাবি মেনে নিয়ে বরপক্ষও নানান অজুহাতে কনেপক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর চাপ প্রয়োগ করে। এর মধ্যে রয়েছে:

- বিয়েতে অতিরিক্ত বরযাত্রীর দাবি করা;
- বিয়ের প্রথম দু'চার বছর কনেপক্ষ থেকে বরপক্ষকে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় দিবস উপলক্ষ্যে নানান কিছু বাধ্যতামূলক দিতে বাধ্য করা;
- বরপক্ষকে যৌতুক দেয়া।

যখন বরপক্ষ কনেপক্ষের দাবি মেনে অতিরিক্ত মোহরানা দিতে রাজি হয়, তখন বরপক্ষ কনেপক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের যৌতুক দাবি করে বসে। কনেপক্ষও তাদের দাবি মেটাতে গিয়ে যৌতুকের ব্যবস্থা করে। এর ফলে সমাজে যৌতুকের প্রচলন স্থায়ী ও দীর্ঘ হচ্ছে।

- **পুরুষের ওপর আর্থিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করে**

অতিরিক্ত মোহর একজন পুরুষকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু করে ফেলে। এর ফলে অনেকেই বিয়ে করতে অনাগ্রহী হয়ে ওঠেন। কেননা বিয়ে করতে গেলেই অনেক খরচের ধাক্কা সামলাতে হয় যা সমাজের মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত পুরুষদের দ্বারা সম্ভব হয় না।

মোহরানা আদায় না করার কারণ

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের বিবাহ-শাদীতে মোহরানা ধার্য করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করা হলেও এটি আদায়ের ব্যাপারে পাত্র অথবা পাত্রীপক্ষের কারও তেমন গুরুত্ব থাকেনা। অনেকসময় মোহর ধার্য করাকে এতবেশি গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে যে, দরকষাকষির কারণে উভয় পক্ষে হাতাহাতি এমনকি অনেক অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে যায়। কোন কোন সময় বিয়ে বাতিলও করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে বিষয়টি ধার্য করার ব্যাপারে এত তোড়জোড় তা আদায়ের ব্যাপারে

কেন এত অবহেলা? আর কেনই বা তা অধিকাংশ অনাদায়ী থেকে যায়? এর পেছনের কারণগুলো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলে যে বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো:

- এটি অবশ্যই আদায় করতে হবে- এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অভাব।
- পূর্বপুরুষ থেকে সবাই একই পথে চলেছেন, তাই অন্যরাও সেটাই করেন।
- মোহরানা আদায় না করার আরেকটি কারণ হলো 'মোহরে মুয়াজ্জাল' বা দেরীতে আদায়যোগ্য মোহর এর বিধান বিদ্যমান থাকা। অনেকে এই প্রশস্ততার সুযোগে মোহর প্রদানে গড়িমসি করতে থাকেন। ফলে মোহরানা অনাদায়ী থেকে যায়।
- পাত্রের সামর্থ্যের বাইরে মোহরানা ধার্য করা।
- পাত্রী তার প্রাপ্য মোহর সম্পর্কে সচেতন না হওয়া।
- মোহরানাকে বিয়ের রক্ষাকবচ মনে করে অতিরিক্ত মোহর ধার্য করা।
- 'বিয়ের রাতে ক্ষমা পাবো তাই আর আদায় করতে হবেনা'- এমন মানসিকতা পোষণ করা।

মোহরানা আদায়ে করণীয়

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় সঠিকভাবে মোহরানা আদায়ে নিম্ন লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা:

- মোহরানা সম্পর্কে প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে সঠিক জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা হলো, শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয়টির অন্তর্ভুক্তিকরণ।
- দেশের রেজিস্ট্রিকৃত কাজীগণ কর্তৃক উপজেলা ভিত্তিক বিবাহ ও মোহর সংক্রান্ত জনসচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করলে জনগণ সচেতন হবেন বলে আশা করা যায়।
- প্রশাসনিকভাবে ও সরকারি উদ্যোগে এ বিষয়ে প্রচার প্রচারণা চালালে জনসচেতনতা তৈরি হতে পারে।
- মসজিদের খতীবগণ এ বিষয়ে মুসল্লীদেরকে সচেতন করলে ভালো ফলাফল আসতে পারে।
- বিবাহ ও মোহর বিষয়ে পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন, অনলাইন মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখালেখি ও প্রচারণা জোরদার করা দরকার।
- অতিরিক্ত ও শরীয়াহ বহির্ভুত মোহরানা পরিত্যাগ করে পাত্র-পাত্রীর অবস্থার আলোকে যৌক্তিক মোহর নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন।
- বিয়ে ও বিয়ের প্রস্তুতির পুরো বাজেটে মোহরানা পরিশোধ আবশ্যকীয় মনে করা একান্ত প্রয়োজন।
- পাত্র-পাত্রী উভয়ের সাথে সামঞ্জস্য নয়- বিয়েতে এমন মোহরানা যেকোনো মূল্যে পরিহার করা আবশ্যক।

সার্বিক পর্যালোচনা

বিবাহ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য সর্বোত্তম একটি পন্থা। মানব বংশ যমীনে সুন্দরভাবে টিকিয়ে রাখার জন্য এর কোন বিকল্প নেই। ইসলাম বিয়ের ক্ষেত্রে স্বামীর উপর দাম্পত্য জীবনের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে স্ত্রীর প্রতি মোহর প্রদান আবশ্যক করেছে। এটি পাত্রের সামর্থ্য ও পাত্রীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানের আলোকেই হওয়া উচিত। আলোচ্য প্রবন্ধে উপরোক্ত আলোচনা হতে যে ফলাফল দাঁড়ায় তা হলো:

- বিবাহ মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি বিধান।
- ইসলামী শরীয়াহ বিয়েতে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষের কুফু বা সমতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।
- বিবাহের ক্ষেত্রে মোহরানার বিষয়টি নামাজ-রোযার মতই ফরয।
- মোহর নির্ধারণে ইসলাম পাত্রের আর্থিক অবস্থা এবং পাত্রীর সামাজিক মর্যাদাকে প্রাধান্য দিয়েছে।
- ধার্যকৃত মোহরকে ইসলাম স্ত্রীর একক অধিকার হিসেবে সাব্যস্ত করেছে।
- মোহর না দেয়ার মানসিকতাকে ইসলামী শরীয়ত হারাম করেছে।
- মোহরানা কৌশলে মাফ নিলেও তা মাফ হবেনা।
- অযাচিত বা অতিরিক্ত মোহর যা পাত্রের আদায় করার আদৌ সামর্থ্য নেই বা থাকলেও আদায় করার নিয়ত নেই- তা ধার্য করা থেকে বিরত না হলে দুনিয়া ও আখেরাতে ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।
- অতিরিক্ত মোহরানা সংসার টিকাতে পারেনা বরং এটি সমূহ বঞ্চনা ও বিপর্যয়ের কারণে পরিণত হয়।
- মোহর সহজ ও সংক্ষিপ্ত হলে বিয়ে সহজ হয় এবং বরকতময় হয়।
- সহজ মহরে সহজ বিয়ের মাধ্যমে মুসলিম যুবসমাজ পরকীয়া, ব্যভিচার ও যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে বাঁচতে পারবে।

উপসংহার

মোহরানা স্ত্রীর প্রতি সম্মান ও অনুরাগ প্রকাশের একটি মাধ্যম। স্ত্রী তাঁর মা-বাবা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করে স্বামীর ঘরে আসেন। এই কঠিন ত্যাগ স্বীকার করে তিনি আসেন অতিথির বেশে। তাই ইসলামী শরীয়ত মোহরানা দিয়ে এই অতিথিকে বরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। এই মোহরানা এক ধরনের উপঢৌকন এবং সেটা সন্তুষ্টচিত্তে দিতে হয় যা কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। মোহরানা নির্ধারণের সময় অবশ্যই উভয়ের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। সেই সাথে মোহরানাকে পাত্রীর একক অধিকার হিসেবে সাব্যস্ত করে তা আদায় করার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

Bibliography

al-Qur'ān al-Karīm

Abū Dāwūd Sulaimān Ibn al-Ash'ath al-Sijistānī. ND. *Sunan Abī dāwūd*. Edited by: Muḥammad Muḥyi al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd. Beirut: Dār al-Fikr

Abū Jayb, Sa'dī. 1992. *al-Qāmūs al- Fikhī.* Damascus: Dār al- Fikr.

al- Ḥaṣkafī, Muammad Ibn 'Ali Ibn Muḥammad. 2004. *Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

al- Haythamī, 'Alī Ibn Abū Bakr Ibn Sulaimān. 1994. *Majma' al-Jawāid*. Cairo: Maktabah al-Qudsī.

al-Bayhaqī, Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn 'Alī. 1344H. *al-Sunan al-Kubrā*. Haydrabad: Majlis Dāirah al-Ma'ārif al-Niẓāmiyyah

al-Bukhārī, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Ismā'īl. 1987. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Edited by: Muṣṭafā al-Bughā. Beirut: Dār Ibn Kathīr

al-Fīrūz'ābādī, Muḥammad Ibn Ya'qūb Ibn Muḥammad Ibn Ibrāhīm. 2005. a*l-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Muwassasah al-Risālah.

al-Marghīnānī, 'Alī Ibn Abū Bakar Burhān al-Dīn. 2009. *al- Hidāyah.* Pakistan: Idārah al-Qur'ān wa al-'Ulūmu al- Islāmiyyah.

al-Tuwaijirī, Muḥammad Ibn Ibrāhīm. 2010. *Mukhtaṣar al-Fikh al-Islāmī.* Riyadh: Dār Aṣdā' al- Muztama'

Anīs, Ibrāhīm, 'Abd al-Ḥalīm Muntaṣir, 'Aṭiyyah al-Ṣawāliḥī, Muḥammad Khalafallah Aḥmad. 2004. *al-Mu'jam al-Wasīṭ.* Cairo: Maktbah al-Shurūq al-Duwaliyyah

Bilyāwī, Abū al-Faḍal 'Abd al-Ḥāfiẓ. 1986. *Miṣbaḥ al-Lughāt*. Delhi: Maktabah Burhan

Ibn Kathīr, 'Emād al-Dīn Abā al-Fidā 'Ismā'īl Ibn 'Umar. 1990. *Tafsīr Qur'ān al-'Aẓīm* (Translation: Akhter Faruk). Dhaka: Islamic Foundation.

Ibn Mājah, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī. ND. *Sunan Ibn Mājah*. Edited by: Muḥammad Fuwād 'Abd al-Bāqī. Beirut: Dār al-Fikr

Muslim, Abū al- Ḥusain Ibn al-Ḥajjāj al-Qushairī. ND. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited by: Muḥammad Fuwād 'Abd al-Bāqī. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī

Oliullah, Sohaib, 2011. *Mohar er Sharyee Bidhan*. Dhaka: Maktabatur Rahim.

Sompadona Porisod. 2005. *Bibaho o Paribarik Jibon Sonkranto Masala Masael*. Dhaka: Islamic Foundation.

Newspaper

Daily Ittefaq, 21 Apr. 2021.